ইসলামী আদালত
(৪)
দুর্ঘটনা নয় সুঘটনা

আব্দুল হামীদ মাদানী

এক পথ-দুর্ঘনায় এক অমুসলিম ড্রাইভারের সামান্য ভুলের কারণে অন্য গাড়ির ড্রাইভার প্রাণ হারাল। তাকে জেলে রাখা হল। যথাসময়ে কেস কোর্টে এলে ফায়সালা হল, তাকে ১ লক্ষ রিয়াল রক্তপণ দিতে হবে। আর গাড়ি নষ্ট হওয়ার খেসারত বাবদ লাগবে ৫৫ হাজার রিয়াল! (এ বিচার মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সমান।)

সে তো শুনেই কাঁদতে লাগল। বলল, 'হুজুর! এত রিয়াল আমি কোথায় পাব? আমার বেতন মাত্র ছয়শ' রিয়াল। এই ক'মাস থেকে আমি জেলে আছি। জানি না, আমার সংসার কিভাবে চলছে। আমার বাপ-মা, স্ত্রী ও ছোট্ট বাচ্চা কি খাচ্ছে, তাদের কিভাবে দিন যাচ্ছে তা ভগবান জানেন।'

কাযী সাহেব বললেন, 'এখানে তোমার কোন ব্যাংক-একাউন্ট নেই, কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব নেই?'

সে কান্না সংবরণ ক'রে বলল, 'আজ্ঞে না।'

--দেশে তোমার অর্থ-সম্পত্তি নেই?

--আজ্ঞে না, কিছু জমি ছিল, তা বন্ধক রেখে এ দেশে এসেছি।

সুতরাং তাকে জেলেই থাকতে হবে। নিরাশ মনে সে বলল, 'হুজুর! বাঁচার কি কোন উপায় নেই?'

বাঁচার উপায় আছে, কিন্তু তা কি সহজ? যে মারা গেছে তার ওয়ারেসীন যদি তাকে মাফ ক'রে দেয়, তাহলে সে বেঁচে যাবে।

অথবা কোন দানশীল ব্যক্তি যদি তার তরফ থেকে ঐ অর্থ আদায় ক'রে দেয়, তাহলে সে বেঁচে যাবে।

অথবা জেলে থাকতে থাকতে চরিত্র-ব্যবহার ভাল দেখা গেলে রাজার সাধারণ ক্ষমার শামিল হয়ে বাঁচতে পারে।

কিন্তু সে বলল, 'আমি তো অমুসলিম। আমার কি এ সব আশা থাকতে পারে?' অতঃপর সে আরো জোরেশোরে কাঁদতে লাগল।

কাযী সাহেব বললেন, 'বিপদ যখন আসে, তখন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। বিপদ দূর করতে পারেন তিনিই? তুমি মুসলিম হয়ে যাও, হয়তো বা আল্লাহ তোমাকে উদ্ধার করবেন।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইভাবে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কি তাকে ধর্মান্তরিত করা হয়?'

আমি বললাম, 'ভুল বুঝছেন আপনি। উনি তো আর জোর করছেন না। জোর ক'রে কাউকে মুসলিম করা যায় না। আর কেউ বাধ্য হয়ে বা স্বার্থের খাতিরে মুসলিম হলেও তা কাজে লাগবে না। আপনাকে উনি একটি পথ বলে দিলেন। আপনি ভেবে দেখতে পারেন। এখনই যে আপনাকে মুসলমান হতে বলা হচ্ছে---তা নয়।'

সে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখব।'

অজানা অগুনতি দিনের জন্য সে জেলখানার বাসিন্দা হয়ে গেল। দিনের পর রাত্রি আসে। সে রাত কাটে, না পাহাড় কাটে! বাড়ির কারো সাথে কোন যোগাযোগ নেই। তবে নানা অপরাধে অভিযুক্ত আরো কিছু বাঙালী জেলে আছে, তাদের সাথেই মনের কথা বলে তার দিবারাত্রি হয়।

সে প্রত্যহ লক্ষ্য করে, জেলে পাঁচ-ওয়াক্ত আযান হয়। পুলিশরা নামায পড়ে। কয়দীরাও ভিতরে নামায পড়ে। কয়দীদের মধ্যে সংস্কার আনার জন্য জেলের ভিতরে ওয়ায-নসীহত হয়। যারা অপরাধী নয়, তাদের প্রতি সকলের সহানুভূতি একটু বেশি। তারও ব্যবহার ভাল। সবাই তাকেও ভালবাসে।

ইতিমধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু বই-পুস্তক তাকে পড়তে দেওয়া হয়েছে। সে বই পড়ছে। বাঙালী মুসলিম সাথীদের নামায পড়া দেখছে। গভীর রাতে কোন কোন সাথী নামায পড়ে মুনাজাতে কেঁদে বুক ভাসিয়ে মহান আল্লাহর কাছে মুক্তিলাভের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছে। এ সব দেখেশুনে তার মনের আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কত রকম স্বপ্ন দেখছে।

মানুষ যে পরিবেশে বেশ কিছুদিন বাস করে, সে পরিবেশের কিছু না কিছু রপ্ত করতে অভ্যাসী হয়ে যায়। পরিমণ্ডলের পারিপার্শ্বিকতা তাকে আকর্ষণ করে। কারাগারের সেই সংকীর্ণ পরিবেশ অন্য কারাগারকেও মনে করিয়ে দেয়। মুসলিম বন্দীদের সেই ইউসুফ নবীর জেল খাটার কথা কি মনে না পড়ে? অমুসলিম ঐ সাথী স্বপ্নের কথা বলতেই কুরআনের সূরা ইউসুফের সেই অনুবাদ বের ক'রে পড়তে শুরু করে,

(৩৩) "ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

(৩৪) অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(৩৫) নিদর্শনাবলী দেখার পরও তাদের মনে হল যে, তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।

(৩৬) তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি (আঙ্গুর) নিঙড়ে মদ তৈরী করছি' এবং অপরজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।'

(৩৭) ইউসুফ বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব, এ জ্ঞান আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তারই অন্তর্ভুক্ত। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।

(৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের দ্বীন অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(৩৯) হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?

(৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলি নামের উপাসনা করছ, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখে নিয়েছ। এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারোই উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।"

তার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে ইসলামই কি সঠিক পথ? তার মনে নানা সংশয় উদয় হয় ঃ-

--সব ধর্মই সমান।

--তার মানে কি একেশ্বরবাদ, বহুীশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ---এ সবই সমান তা কি ক'রে হতে পারে? ভগবান যদি এক হয়, তাহলে তাঁর ধর্মও একটি হওয়া উচিত। পরস্পর-বিরোধী একাধিক ধর্ম হবে কেন?

--ধর্মগুলোই মানুষের মাঝে এমন ভেদাভেদ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। অতএব মানবতাবাদই একমাত্র ধর্ম। একটি ধর্ম থাকলেই সারা পৃথিবীটা শান্তিতে বাস করবে।

--কিন্তু মানবতা-ধর্ম কোন ঐশ্বরিক পথনির্দেশ ছাড়া কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করবে? ধর্মহীন জীবন যে কম্পাসহীন জাহাজের মত। তাছাড়া মানবতাও তো এক প্রকার নয়। কবি বলেছেন,

"বিচিত্র বোধের এ ভুবন;
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের;
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।"

--কিন্তু ধর্মও তো একটা নয়।

--ধর্ম একটাই। মানুষই নানা ধর্ম তৈরি ক'রে রেখেছে। ভগবানের ধর্ম হল একত্ববাদের ধর্ম।

--চরিত্র-ব্যবহার সুন্দর থাকলে যে কোন একটা ধর্ম মানলেও চলে।

--তা কি ক'রে চলে? ভগবান এক হলে তাঁর একক পথ অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে মুক্তিলাভ করতে হবে। কেবল তাঁর মনোনীত ধর্ম দ্বারাই তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। নিজ নিজ মনগড়া মত ও পথ দ্বারা নয়।

--পথ বিভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল তো একটাই। একটা পথ ধরে চললেই তো হল।

--না। ভগবানের পথ একটাই, সরল পথ। এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা টানতে হলে কেবল একটাই রেখা টানা সম্ভব হবে, দু'টো নয়, তার বেশি তো নয়ই।

--কিন্তু ইসলামই যে সরল পথ তার গ্যারান্টি কি?

--তার গ্যারান্টি এই যে, সেটাই হল সর্বশেষ ধর্ম, একত্ববাদের ধর্ম। সব ধর্মের ধর্মগুরুরা শেষ নবীর কথা বলে গেছেন। সমস্ত ধর্মগ্রন্থে এ ধর্মের খবর আছে। তাছাড়া সব ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হল একত্ববাদ। পরবর্তীতে মানুষ তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়েছে।

--মুসলমানরাও তো মাযার-পূজা করে, পীর-পূজা করে।

--এটাও মানুষের পরিবর্তন।

--মুসলমানরা মারামারি করে, খুনাখুনি করে, সন্ত্রাস করে।

--এটাও মানুষের ব্যক্তিগত আমল। মানুষ বা পরিবেশ দেখে ধর্মের বিচার করা যায় না। কেউ যদি সঠিক ধর্ম মেনে না চলে, তাহলে কি ধর্মের দোষ হয়? গ্রামের দু-একটি লোক চোর বলে গোটা গ্রামের লোককে চোর ধারণা করা কি ভুল নয়?

--তাহলে মুসলমানদের এ দুরবস্থা কেন?

--ঐ একই উত্তর, তারা ধর্ম মানে না বলে।

--মুসলমানরা নারীর মর্যাদা দেয় না। নারীকে গৃহবন্দী ক'রে রাখে। তাকে পুরুষের সমান অধিকার দেয় না।

--এ হল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অথবা সীমিত জ্ঞানের ফলশ্রুতি। ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে, তাকে তার যথার্থ অধিকার দিয়েছে। ইসলাম চায় নারীর নারীত্ব ও মর্যাদার হিফাযত করতে। যাতে তা ছেড়ে ডিম ঘোলা হওয়ার মত তার জীবন ঘোলা না হয়ে যায়।

--মুসলমানরা নানা দলে-মতে বিভক্ত। কোন্‌টা সঠিক তা তারা নিজেরাই জানে না। সবাই বলে আমাদেরটাই ঠিক।

--সবাই নিজ নিজ মা-কে সুন্দরী বললে আপনি মানবেন কেন? আপনি যাচাই-বাছাই ক'রে দেখে নিন, কে আসলেই সুন্দরী।

অমুসলিম কয়দীর মনে এই শ্রেণীর কত প্রশ্ন আসে। গভীর রাতের কালো আকাশে শতকোটির তারার মালার মত তার মনের আকাশে প্রশ্নের ভিড় জমে। কোনটার উত্তর সে নিজে খুঁজে বের করে। কোনটা বইয়ে পেয়ে যায়। আর কোনটা হুজুরের কাছ থেকে জেনে নেয়।

মনের ভিতরে সত্যের সন্ধান না থাকলে মানুষ সত্যের দিশা পায় না। সেই মহাসত্যের সন্ধান তার মনকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। একদিন সে সেই মহাসত্যকে আবিষ্কার ক'রে জেলখানায় ঘোষণা করল, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

মুসলিম হওয়ার পর তার প্রতি সকলের সহানুভূতি আরো বেড়ে গেল। অতঃপর বায়তুল মাল থেকে তার অর্থদণ্ড আদায় ক'রে দিয়ে তাকে মুক্ত করা হল।

যেদিন সে মুক্ত হল, সেদিন সে স্বতস্ফূর্তভাবে বলেছিল, 'জীবনের এ দুর্ঘটনা আমার জন্য সুঘটনা ছিল। এ ঘটনা না ঘটলে হয়তো আমি সত্যের নাগাল পেতাম না।'

হ্যাঁ সত্যের সন্ধান পাওয়ার পর মানুষের মনে এমনই পরিবর্তন ঘটে। মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার স্ত্রী ও মা-বাপকেও ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করবে।

২০০০ খ্রিষ্টাব্দের হজ্জ সফরে মিনায় এক নও-মুসলিমদের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। একজন ফিলিপাইনী নও-মুসলিম তাঁর ইসলাম-কাহিনী বড় আবেগের সাথে শুনালেন। আরবীতে তার অনুবাদ শুনে সঊদী-অসঊদী আমরা সবাই অবাক হয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনেক জিজ্ঞাসার মধ্যে তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা হল, 'এ জীবনে আপনার সবচেয়ে বড় কামনা কি?'

চিন্তা না ক'রেই তিনি একবাক্যে উত্তর দিলেন, 'আমার সবচেয়ে বড় কামনা এই যে, বিশ্বের সমস্ত লোক যেন আমার মত সত্যের সন্ধান পাক!'

এ উত্তর শোনার পর তকবীর ধ্বনিতে সে তাঁবু মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

এক নও-মুসলিম কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'আমি তো বেঁচে যাব ইন শাআল্লাহ। কিন্তু আমার মা-বাপের কি হবে? তারা তো সত্যের সন্ধান না পেয়েই মারা গেছে। তার জন্য কি মুসলিমরা দায়ী নয়? হে আল্লাহ! সেই দায়ীদেরকে তুমি ছেড়ো না। যাদের অবহেলার কারণে আমার মা-বাপ সত্য থেকে বঞ্চিত অবস্থায় মারা গেছে।'

মহানবী ﷺ বলেছেন, "বাল্লিগূ আন্নী অলাউ আয়াহ।" অর্থাৎ, আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা পৌঁছে দাও। (বুখারী)

হ্যাঁ তা কেবল মুসলিমদের কাছে নয়, অমুসলিমদের কাছেও। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি আছে বলেই অপরকে সত্যের সন্ধান দেওয়া তার নৈতিক দায়িত্ব।